

# জাদীদ আল কায়েদার হালখাতা : কিছু পর্যবেক্ষণ

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

পহেলা মে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট রেলস্টেশনে একযোগে বোমা বিস্ফোরিত হয়। এর মধ্যে ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে ও সিলেটে বোমার সাথে ধাতব পাতে বিস্ফোরণকারীরা নিজেদের বক্তব্য খোদাই করে রাখে। ছয় জঙ্গী নেতার ফাঁসি কার্যকর করার পর অনেকেই ধারণা করেছিলেন বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের শিকড় কেটে দেয়া হলেও তারা আবার ভিন্ন নামে ভিন্ন কৌশলে আত্ম প্রকাশ করতে পারে। সে ধারণা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। সকল মহল থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জঙ্গীদের বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বরাবরের মত এবারও তারা এ ঘটনার আগাম তথ্য সংগ্রহ করতে ও ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়। এ দিকে সরকারের উচ্চ মহল থেকে যে ধরনের বক্তব্য দেয়া হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে তারা বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কিন্তু জরুরী অবস্থার মধ্যে এ ধরনের সিরিজ হামলা একদিকে যেমন সামনের দিনগুলির আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দেশবাসীকে উদ্ভিগ্ন করে তুলেছে, তেমনি একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে কোন মারাত্মক দিতে নিয়ে যাওয়ার আশংকা তৈরী করেছে। বোমা হামলাকারীদের দলের নাম, লিফলেটে ব্যবহৃত ভাষা, যে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে এ হামলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে কিছু বিষয় বেরিয়ে আসে যা তদন্তকারীদের সহায়তা করতে পারে। নীচে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

১. দলটির নাম ‘জাদীদ আল কায়েদা’ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নামের সাথে আল কায়েদাকে যুক্ত করা হয়েছে। পত্রিকাগুলো লিখেছে জাদীদ আল কায়েদা অর্থ নতুন আল কায়েদা। সম্ভবতঃ যারা নামটি দিয়েছে তারাও এটিই বুঝাতে চেয়েছে। তবে একটু লক্ষ্য করলে নামের মধ্য থেকেই এই বোমাবাজির লক্ষ্য ও তার সংঘটকদের সম্পর্কে কিছু ক্লু বেরিয়ে আসতে পারে। জাদীদ আল কায়েদা আরবী শব্দসমষ্টি। আরবীতে বিশেষ্যের পরে বিশেষণ বসে। যেমন, ‘নতুন কলম’ আরবীতে হবে ‘কলম জাদীদ’, ‘জাদীদ কলম’ নয়। ফলে নতুন আল কায়েদার আরবী হবে ‘আল কায়েদা জাদীদ’, ‘জাদীদ আল কায়েদা’ নয়। আরবীতে বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণ ব্যবহারের নিয়ম নেই। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যারা নামটি দিয়েছে আরবী ভাষায় তাদের প্রাথমিক ধারণাটিও নেই। নামটি সম্ভবতঃ তাড়াহুড়া করে দেয়া হয়েছে বিশেষ একটি সময়ে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। জেএমবিএর যেমন আরবী ভাষায় দক্ষ তাত্ত্বিক গুরু ছিল, এদের সম্ভবতঃ তেমনটি নেই।

২. ধাতব লিফলেট ব্যবহারের ধারণাটি অভিনব। তাতে যে বক্তব্য ছিল তাও যথেষ্ট কৌতুলোদ্দীপক। ইসলাম প্রতিষ্ঠা কিংবা শরীয়া আইন চালুর মত কোন দাবীও তাতে ছিল না। তাতে এনজিও এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সাথে যুক্তদেরকে হুমকী দেয়া হয়েছে। কমলাপুর স্টেশনে প্রাপ্ত বৃত্তাকার অ্যালুমিনিয়ামের চাকতিতে লেখা ছিলঃ

‘মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। এনজিওতে চাকরি করা এবং কাদিয়ানীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হারাম। ১০ মে ২০০৭ তারিখের মধ্যে এনজিও চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। কাদিয়ানীদের হযরত মুহাম্মদকে (স.) শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হিসেবে মেনে নিতে হবে। উল্লিখিত তারিখ পার হলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য। নিবেদক- জাদীদ আল কায়েদা বাংলাদেশ।’

সিলেটে প্রাপ্ত ধাতব লিফলেটে বলা হয় এনজিও সংশ্লিষ্ট ও কাদিয়ানীদেরকে দিয়ে জাদীদ আল কায়েদা ‘হালখাতা’ করবে।

হঠাৎ করে এনজিও ও কাদিয়ানী ইস্যু আসলো কেন? পৃথিবীতে অন্য কোন স্থানে এই দুটি দাবীতে সন্ত্রাসবাদী ঘটনার কোন নজীর নেই। অপরদিকে গত ছয় মাসে কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও এনজিওদের নিয়ে এমন কিছু ঘটেনি যে কিছু লোক জরুরী অবস্থার মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে বোমা ফাটাতে যাবে। আবার যাদের বিরুদ্ধে হুমকী দেয়া হয়েছে বোমা কিন্তু তাদের কোন প্রতিষ্ঠানে ফাটানো হয় নি। তার মানে কি ভয় দেখানো হচ্ছে আসলো অন্য কাউকে? তাহলে আসলে কাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে? এনজিওদের বিষয়টি গত কয়েক মাসে আলোচনায় এসেছে মাত্র দুটি কারণে, তা হচ্ছে তাদের রাজনীতিতে অধিকহারে অংশগ্রহণ এবং গার্মেন্টস ও পাট শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির পিছনে তাদের ভূমিকা। ২৮ অক্টোবর ও পরবর্তী সহিংসতায় একটি এনজিও কর্মীরা বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল বলে তখন পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এনজিওদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে সুশীল সমাজের একটি অংশ সহ বিভিন্ন মহল সরব হয়ে উঠছে। তার প্রতিফলন ঘটেছে সুশীল বান্ধব হিসাবে পরিচিত নির্বাচন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাবেও। সরকারী কর্মকর্তাদের মত এনজিও কর্মকর্তাদের জন্য নির্বাচনে দাড়ানোর তিন বছর পূর্বে পদত্যাগ করার শর্ত দেয়া হয়েছে। অপরদিকে বর্তমানে ৮১ টি গার্মেন্টস কারখানা ও পাটকলে শ্রমিক অসন্তোষের পিছনে কয়েকটি এনজিও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে সরকারী একটি গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্ট দিয়েছে। গার্মেন্টস শিল্পে ইতোপূর্বকার অরাজকতার পিছনে কয়েকটি এনজিওর ভূমিকার কথা তখনও সরকার ও মালিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল। বোমাবাজির সাথে বিষয়গুলির কোন যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।

ধাতব লিফলেটে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা ধর্মীয় জঙ্গীবাদের ব্যবহৃত শব্দ থেকে ভিন্ন। সারা লিফলেটে কোন আরবী হরফ ছিল না। কোরানের আয়াত ছিল না। বরং ছিল ‘হালখাতা’ জাতীয় শব্দ যা ধর্মীয় জঙ্গীবাদীরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে না। এতে ব্যবহৃত বাংলা ছিল পরিশুদ্ধ। এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে,

- ক. যারা খোদাই করেছে তারা আরবী লিখতে জানে না;
- খ. ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবী করা হলে বোমা হামলার মূল্য লক্ষ্য ব্যতীত হবার আশংকা ছিল;
- গ. সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা যে ইসলাম সমর্থন করে না তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় হামলাকারীরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এড়িয়ে গেছে;
- ঘ. যারা বোমা হামলা করেছে তারা আসলে কোর ধরনের ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত নয়।

৩. দেশী ব্যাটারী, টেবিল ঘড়ির যন্ত্রাংশ ইত্যাদির মত সহজপ্রাপ্য উপাদান দিয়ে বোমাগুলো বানানো হয়েছে। এর একটা কারণ হতে পারে যে, এই হামলার জন্য সাধারণ সন্ত্রাসীদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে অথবা হামলাকারীরা এই মুহূর্তে বেশী ঝুঁকি নিতে চায় নি। তারা শুধু চেয়েছে প্রচারণা ও ভীতি ছড়াতে।

৫. যে পরিস্থিতিতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে এখন জরুরী অবস্থা চলছে। যৌথ বাহিনীর অভিযান চলছে সারা দেশে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সেনা ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে বোমা হামলার মত ঘটনার একটি উদ্দেশ্য হতে পারে সরকারকে বিব্রত করা এবং

জরুরী অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা। তথ্য ও আইন উপদেষ্টা এ কথা সরাসরিই বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এ বোমাবাজি করা হয়েছে কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর অতীতে এ ধরনের বোমাবাজির রেকর্ড রয়েছে।'

গত কিছুদিনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে। সরকারের আপোষহীন ও শক্তিশালী ইমেজটি অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। শেখ হাসিনার বিদেশে যাবার পূর্বে দুই জন উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ, দেশে ফেরাকে বিলম্বিত করতে একজন উপদেষ্টার টেলিফোনে অনুরোধ, দেশে ফেরার ব্যাপারে বিধি নিষেধ আরোপ করে প্রেসনোট ও পরে বিদেশী চাপে তা প্রত্যাহার ইত্যাদিতে সরকারের জরুরী ভাবটা অনেকটাই ফিকে হয়ে যায়। শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়ার পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকে। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার দিয়ে, আমেরিকা ও বৃটিশ নীতি নির্ধারকদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং দেশের বাইরে সভা সমাবেশ করে সরকারের বিরুদ্ধে ও দ্রুত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নির্বাচনের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন তৈরী করেন। পাশাপাশি দেশের মধ্যে জরুরী অবস্থার বাধা নিষেধ ভেঙ্গে ফেলার হিড়িক পড়ে যায়। জরুরী অবস্থার কটর সমর্থক সংবাদকর্মী ও মিডিয়া টক শো, রাজনীতিকদের সাক্ষাৎকার, উপদেষ্টাদেরকে শক্ত প্রশ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করতে থাকে। পাটকল ও বেশ কয়েকটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক অসন্তোষ শুরু হয়। ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল পর্যন্ত করে। বোমা হামলা ঘটানোর পরদিন ২রা মে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর দুবৃত্তরা হামলা চালায়। দেখা যাচ্ছে জরুরী অবস্থাকে অকার্যকর করার একটি সুসমন্বিত প্রচেষ্টা পুরোদমে শুরু হয়েছে। আইন উপদেষ্টা হয়তো এই কথাই বলতে চেয়েছেন।

রাজনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গেলে আরেকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রভাব রাজনৈতিক দলগুলোর উপর বিভিন্ন মাত্রায় পড়েছে। আওয়ামী লীগের ধারণা দলটি জরুরী অবস্থা এনেছে এবং তারাই এর থেকে সব থেকে বেশী লাভবান হয়েছে। দলটির সভানেত্রীর বক্তব্যে এ বিষয়ে কোন রাকঢাক নেই, যেমন রাকঢাক নেই এ ধরনের দাবীতে যে যেহেতু এ সরকারকে তারা এনেছেন, তাই সরকারের উচিত তাদের কথা মতো চলা। সরকারের প্রথমদিককার পদক্ষেপসমূহ এ ধারণা গড়তে সাহায্য করেছিল। দলকে সংগঠিত করতে পারে এবং নির্বাচনে জিততে পারে বিএনপির এ ধরনের প্রায় সকল নেতাই হয় জেলে না হয় পালিয়ে। যারা বাইরে ছিলেন, তৃতীয় শক্তিতে তাদের যোগদানের বিষয়ে ছিল জোর গুঞ্জন। দুর্নীতির ব্যাপক ও কিছুটা অতিরঞ্জিত প্রচারণায় দলের নেতা-কর্মীদের মনোবলের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অপরদিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার ছিল, শেখ হাসিনার ভাষায়, 'ব্যালান্স করার জন্য'। দলগুলোতে সংস্কার আনার সরকারী উদ্যোগে পরিস্থিতি কিছুটা পাল্টে যায়। খালেদা জিয়ার সাথে শেখ হাসিনার অবস্থান নিয়েও শঙ্কা দেখা দেয়। অপরদিকে সৎ নেতৃত্ব, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা ইত্যাদি নিয়ে অব্যাহত প্রচারণার কিছু সুফল জামায়াতে ইসলামীর ঘরে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, কেননা সৎ লোকের শাসনের শ্লোগানের আদি প্রবক্তা উক্ত দলটি, তাদের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন অভিযোগ ওঠেনি, দলটির যে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা হয়েছে পত্রিকার রিপোর্টের ভিত্তিতে, দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে এখনও দাড়া করােনো যায় নি। প্রধান চারটি দলের মধ্যে কেবলমাত্র উক্ত দলটিরই অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা হয়, পরিবারতন্ত্র বা ব্যক্তিতন্ত্র থেকে দলটি প্রকৃত অর্থেই মুক্ত। দলটি যাতে সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান ও রাজনৈতিক সয়স্কার থেকে কোন সুবিধা না পেতে পারে সেজন্য তাদের নেতাদের কেন ধরা হচ্ছে না পত্রিকায় ইত্যাদি বক্তব্যের পাশাপাশি শুরু হয়েছে তাদের

বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা। জাদীদ আল কায়েদার বোমা ফাটানোর পর তাদের বিরুদ্ধে মিডিয়া যুদ্ধের আরেকটি পর্যায়ও সফল ভাবে শুরু করা গেছে।

৬. বাংলাদেশে ইতোপূর্বে সংঘটিত জঙ্গীবাদী ঘটনার বিশ্লেষণ করলে তাদের উত্থান সম্পর্কে একটি বিষয় বেরিয়ে আসে - অপরিচিত সংগঠনগুলো খুব অল্প সময়ে শক্তি সঞ্চয় করে দানবে পরিণত হয়। যেমন বাংলা ভাই যখন বাগমারায় সর্বহারাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালাচ্ছিল তখন সেটিকে জঙ্গীবাদী তৎপরতা হিসাবে তেমন চিহ্নিত করা যায় নি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও সরকারকে এ বিষয়ে তেমন তথ্য দেয়নি। সে সময় যায়যায়দিন সম্পাদক শফিক রেহমান তার দিনের পর দিন কলামে লিখেছিলেন, সর্বহারা উপদ্রুত এলাকাগুলো থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করে নিলে দ্রুত সর্বহারা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কেননা, সাধারণ জনগণ তখন এ সকল সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসবে। দেখা যায় সর্বহারা প্রতিরোধের আন্দোলন খুব দ্রুত জঙ্গী আন্দোলনে পরিণত হয়। এর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে তারা সর্বহারা প্রতিরোধের আড়ালো সংগঠিত হচ্ছিল এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই ভেবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছিল না যে তারা আরেক দল সন্ত্রাসীকে দমন করছে। অপর ব্যাখ্যাটি কিছুটা অপ্রচলিত হলেও অযৌক্তিক নয় - সর্বহারা প্রতিরোধে সফলতার পর একদিকে যেমন তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, তেমনি এ ধরনের একটি আত্মবিশ্বাসী ও লাইম লাইটে চলে আসা দলকে জঙ্গীবাদের আসল মদদদাতারা অর্থ, প্রশিক্ষণ ও বিস্ফোরক দিয়ে সহায়তা করা শুরু করে।

জঙ্গীবাদী তৎপরতা তা যত ছোট ও দুর্বল হোক না কেন, এ ধরনের ঘটনা আসল জঙ্গীবাদীরা ঘটাক বা কেউ তাদের নামে রাজনৈতিক বা অন্য উদ্দেশ্য সাধনে সংঘটিত করুক, বিষয়টিকে কোনভাবেই ছোট করে দেখা যাবে না। সরকারকে জঙ্গীবাদের বিষয়ে সর্বোচ্চ কঠোরতা ও সক্রিয়তা প্রদর্শন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জেএমবি সহ ইতোমধ্যে চিহ্নিত জঙ্গীবাদীদেরকে যেমন সন্দেহের আওতায় এনে তদন্ত করতে হবে, তেমনি এ ঘটনার যারা সুবিধাভোগী তাদেরকেও সন্দেহের বাইরে রাখা ঠিক হবে না। কোন ধরনের পূর্ব ধারণা দ্বারা তাড়িত না হয়ে জঙ্গী হামলার হোতাদের দ্রুত খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক, এটিই দেশবাসীর দাবী।